

WelCome To PeaceLibrary

আমাদের ওয়েবসাইট

www.peacelibrary.wapka.mobi

www.fb.com/abdulqaiyum.peacelibrary



ওযু, গোসল ও ছালাত বিষয়ক পুস্তিকা

মূল ঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন

অনুবাদ ঃ আবু নাসের মোশাররফ হোসাইন

সম্পাদনা ঃ আবু ফুয়াদ মুফাযযল হুসাইন

সূচীপত্র

১। ওযু, গোসল ও ছালাত ৪
২। ওযু ৪
৩। ওযুর পদ্ধতি ৪
৪। গোসল ৭
৫। গোসলের পদ্ধতি ৭
৬। তায়াম্মুম ৭
৭। তায়াম্মুমের পদ্ধতি ৭
৮। ছালাত (নামায) ৮
৯। ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ৮
* সূরার ফাতিহা ১০
১০। ছালাতে মাকরূহ বিষয়সমূহ ১৯
১১। ছালাত ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ ১৯
১২। ছালাতে সাহু (ভুলের জন্য) সজদার বিধানসমূহ ২১
১৩। কিভাবে রোগী পবিত্রতা হাছিল করবে ২৫
১৪।রোগী কিভাবে ছালাত আদায় করবে ২৮

ওযু, গোসল ও ছালাত ঃ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুত্তাক্বীগণের ইমাম সকল সৃষ্টির সরদার আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এবং তার পরিবার পরিজন ও সমস্ত ছাহাবাগণের উপর।

অতঃপর আল্লাহ তাআলার প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দা (মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন) বলেনঃ এটি ওযু, গোসল ও ছালাত সম্পর্কে ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ওযু ঃ

ওযু ঃ ছোট অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব, যেমনঃ পেশাব, মল ত্যাগ করা (পায়খানা), বায়ু নির্গত হওয়া, গভীর নিদ্রা ও উটের গোশত খাওয়া।

ওযুর পদ্ধতি ঃ

১- মুখে উচ্চারণ ব্যতীত অন্তরে ওযুর নিয়ত বা সংকল্প করবে। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ওযু, ছালাত তথা কোন 'ইবাদতের পূর্বে মুখে নিয়ত পাঠ করেননি। আর তা এজন্য যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেকের অন্তরে কি আছে তা জানেন। সুতরাং অন্তরে কি রয়েছে মুখে উচ্চারণ করে তা আল্লাহ তা'আলাকে জানানোর কোনই প্রয়োজন নেই।

২- এর পর আল্লাহর নাম নিবে অর্থাৎ "বিসমিল্লাহ" বলবে।

৩- উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে (প্রথমে ডান পরে বাম)।

৪- পানি দ্বারা তিনবার কুলি করবে এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে পরিষ্কার করবে।

৫- মুখমন্ডল ধৌত করবে তিন বার। প্রস্থে এক কান হতে অপর কান পর্যন্ত এবং দৈর্ঘে মাথার চুল গজানেরা স্থান হতে থুতনির নীচ পর্যন্ত।

৬- উভয় হাত আঙ্গুলের মাথা হতে কুনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে (প্রথমে ডান পরে বাম)।

৭- একবার মাথা মাসাহ্ করবে উভয় হাত ভিজিয়ে অতঃপর তা মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে টেনে মাথার পিছন পর্যন্ত নিবে, এরপর মাথার যে স্থান থেকে মাসাহ্ শুরু করেছে সে পর্যন্ত হাত টেনে আনবে।

৮- উভয় কান একবার মাসাহ্ করবে হাতের তর্জনী আঙ্গুলদ্বয় উভয় কানের ছিদ্রতে প্রবেশ করিয়ে কানের ভিতরে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কানের বাহিরে মাসাহ্ করবে।

৯- উভয় পা তিনবার ধৌত করবে। পায়ের আঙ্গুলের মাথা হতে গিট বা টাখনু পর্যন্ত প্রথমে ডান পা পরে বাম পা।

* নোট ঃ ওযু শেষ করে এই দু'আ পাঠ করবে ঃ

উচ্চারণ ঃ **"আশ্হাদু আলা-ইলাহা ইলাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু" "আলা-হুম্মাজ আলনী মিনাত তাউওয়াবীন ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাতহ্হিরীন।"**

অর্থ ঃ *"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর বান্দা ও রাসূল"* (মুসলিম)

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!" (তিরমিযী)

গোসল ঃ

গোসল ঃ যার মাধ্যমে বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয় আর তা ওয়াজিব। যেমন ঃ জানাবাত (স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ), নারীদের মাসিক ঋতুস্রাব।

গোসলের পদ্ধতি ঃ

১। প্রথমে অন্তরে গোসলের নিয়ত করবে, মুখে নয়।

২। "বিসমিল্লাহ" বলে আল্লাহর নাম নিবে।

৩। পরিপূর্ণ ওযু করবে।

৪। মাথায় পানি প্রবাহিত করবে। প্রয়োজনে তিনবার পানি প্রবাহিত করে চুলের গোড়ায় অবশ্যই পানি পৌঁছিয়ে উত্তমরূপে মাথা ধৌত করবে।

৫ । সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করবে ।

তায়াম্মুম ঃ

তায়াম্মুম ঃ যে ব্যক্তি পানি না পাবে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করে তার জন্য ওযু ও গোসলের পরিবর্তে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব ।

তায়াম্মুম পদ্ধতি ঃ

ওযু বা গোসল অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করবে অন্তরে তার নিয়ত করবে । অতঃপর পবিত্র মাটিতে অথবা দেয়ালে মাটি জাতীয় যা লেগে আছে সেখানে একবার হাত মারবে এবং তা দ্বারা মুখমন্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার মাসাহ্ করবে ।

ছালাত (নামায) ঃ

ছালাত (নামায) হচ্ছে মৌখিক ও শারীরিক 'ইবাদত । যার শুরু তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা এবং শেষ করা হয় সালাম দ্বারা ।

যখন কেহ ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে, তার জন্য অপরিহার্য ছোট অপবিত্রতা হতে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা এবং বড় পবিত্রতা হতে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা । যদি পানি না পায় অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে তাহলে তায়াম্মুম করবে । তবে শরীর, পরিধানের পোশাক এবং ছালাত আদায়ের স্থান পরিষ্কার করবে ।

ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ঃ

১- শরীর সহ সম্পূর্ণরূপে কেবলামুখী হবে । এদিক সেদিক বক্রতা ও তাকানো ব্যতীত ।

২- মুখে উচ্চারণ ব্যতীত যখন যেই ছালাত আদায় করবে অন্তরে তার ইচ্ছা বা নিয়ত করবে ।

৩- তাকবীরে তাহরীমা তথা "আল্লাহু আকবার" বলবে এং তাকবীরের সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে ।

৪- ডান হাতের কব্জি বাম হাতের উপরি ভাগে রেখে বুকের উপর ধারণ করবে ।

৫- দু'আ ইস্তেফতাহ্ (ছানা) পাঠ করবে । ছানা-১

উচ্চারণ ঃ **আলাহুম্মা বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বইয়ায়া কামা- বা'আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি, আলা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতইয়াইয়া কামাইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদদনাসি, আলাহুম্মাগসিলনী মিন খাতইয়াইয়া বিল মায়ি ওয়াসসালজি ওয়াল বারাদি ।**

অর্থ ঃ *হে আল্লাহ! তুমি আমার মধ্যে এবং আমার গুনাহ খাতাসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব করে দাও যেমন দূরত্ব করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে । হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ হতে মুক্ত করে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় । হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও ।*

অথবা পাঠ করবে, ছানা-২

উচ্চারণ ঃ **"সুবহানাকা আলা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা ।"**

অর্থ ঃ *"হে আল্লাহ! সকল দোষ ত্রুটি হতে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার মর্যাদা-বড়ত্ব অতি উচ্চে এবং তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই ।"*

৬- **"আউযুবিলা-হি মিনাশ্‌শাইতনির রাজীম"** বলবে ।

অর্থ ঃ *"অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি ।"*

৭- বিসমিল্লাহ বলবে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ।

সুরা ফাতিহা ঃ

উচ্চারণ ঃ **(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর-রাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাসতা'য়ীন, ইহদিনাছ ছিরাত্বল মুস্তাক্বীম, ছিরাত্বলাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, গইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালাযযা-লীন)**

অর্থ ঃ **১-আমি শুরু করছি দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার নামে । ২-সকল প্রশংসা সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য । ৩- তিনি দয়াময় পরম দয়ালু । ৪- তিনি বিচার দিবসের মালিক । ৫- আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি এবং শুধু**

তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬- আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও। ৭- তাদের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। **এমন লোকদের পথ নয়, যাদের উপর তুমি রাগান্বিত হয়েছ এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।**

অতঃপর আমীন বলবে (অর্থাৎ, হে আল্লাহ কবূল করুন)। যে ছালাতে উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়া হয় তাতে সুরা ফাতিহা পাঠ শেষে উচ্চ স্বরে আমীন বলবে)।

৮- কুরআন হতে যা সহজ সাধ্য তাই পাঠ করবে। ফজরের ছালাতে কেরাআত লম্বা করবে।

৯- রুকু' করবে। অর্থাঃ আল্লাহর সন্মানার্থে পিঠকে নত করবে। রুকু'র সময় আল্লাহু আকবার বলবে এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। আর সুন্নাত হচ্ছে মেরুদন্ড ও মাথা সমান্তরাল থাকবে এবং দুই হাতের অঙ্গুলি সমূহ প্রসারিত করে উভয় হাঁটু ধারণ করবে।

১০- রুকু'তে তিনবার **"সুবহানা রাবিব্‌য়াল আযীম"** "অর্থ ঃ *"আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি"* পাঠ করবে।

যদি এর অতিরিক্ত **"সুবহানাকা আলাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আলাহুম্মাগফিরলী"** অর্থ ঃ *"হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মা'ফ করে দাও"* পাঠ করে তাহলে উত্তম।

১১- রুক' হতে **"সামি'আলাহু লিমান হামিদাহ"** অর্থ ঃ *"আল্লাহ সেই ব্যক্তির কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে"* বলে মাথা উঠায়ে সোজা হবে এবং উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। আর মুক্তাদীগণ **"সামি'আলাহু লিমান হামিদাহ"** না বলে এর পরিবর্তে বলবে **"রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ"** অর্থ ঃ *"হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা"*।

১২- রুকু' হতে সোজা হওয়ার পর বলবে **"রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, মিলয়াস সামাওয়াতি ওয়া মিলয়াল আরযি ওয়া মিলয়া মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু"** অর্থ ঃ ***"হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ভরে এবং এর পরেও যা চাও সেই বস্তু ভরে"***।

অথবা **"রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহ্"** অর্থ ঃ *"হে প্রতিপালক! তোমার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়"* পাঠ করবে।

১৩- আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত ভাবে সাত অঙ্গ দ্বারা সিজদা করবে। নাক সহ কপাল, উভয় হাতের তালুদ্বয় উভয় হাঁটু, পদদ্বয়ের সামনের ভাগ। উভয় বাহুকে পার্শ্বদ্বয় হতে আলাদা রাখবে, উভয় বাহু মাটিতে বিছায়ে রাখবে না এবং অঙ্গুলি সমূহের মাথাগুলো কেবলা মুখী রাখবে।

১৪- সিজদাতে তিনবার **"সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা"** অর্থ ঃ *"আমি আমার মহান সূউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি"* বলবে।

যদি এর অতিরিক্ত **"সুবহানাকা আলাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আলাহুম্মাগফিরলী"** অর্থ ঃ *"হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ পূত পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মা'ফ করে দাও"* পাঠ করে তাহলে উত্তম।

১৫- **"আলাহু আকবার"** বলে সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করবে।

১৬- দুই সিজদার মধ্যখানে বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান পাকে খাড়া রাখবে।

ডান হাতকে ডান রানের সম্মুখ ভাগে হাঁটুর নিকটে রাখবে এবং হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় বন্ধ রেখে তর্জনি অঙ্গুলকে উচু করে দু'আ পাঠের সময় নাড়াচাড়া করবে, বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এবং মধ্যাঙ্গুলির মাথাকে মিলিয়ে চুড়ির ন্যায় রাখবে। বাম হাতকে আঙ্গুলি প্রসারিত অবস্থায় বাম রানের সম্মুখ ভাগে হাঁটুর নিকটে রাখবে।

১৭- দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকে বলবে ঃ

উচ্চারণ ঃ **"রাব্বিগ্‌ফিরলী ওয়ার্‌হামনী ওয়াহদিনী ওয়াআফিনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুকনী"** অর্থাৎ *"হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে রহম কর, আমাকে হেদায়াত প্রদান কর, আমাকে রিযিক দান কর,আমার ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ এবং আমাকে সুস্থতা দান কর।"*

১৮- এরপর **"আলাহু আকবার"** বলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করবে।

১৯- দ্বিতীয় সিজদা হতে **"আলাহু আক্‌বার"** বলে দাঁড়াবে এবং প্রথম রাকাআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাআত পড়বে কিন্তু তাতে দু'আ ইসতেফতাহ্ বা ছানা পাঠ করবে না।

২০- দ্বিতীয় রাকাআত শেষে "আল্লাহু আক্‌বার" বলে বসবে যেমন ভাবে দুই সিজদার মাঝখানে বসেছে।

২১- এই বৈঠকে তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে ঃ

উচ্চারণ ঃ "ধাত্তাহিয়্যাতু **লিলাহি ওয়াছ-ছালাওয়াতু ওয়াত তইয়িবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু ওয়া রাহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা 'ইবা-দিলা-হিছ ছালিহীন। আশহাদু আলা-ইলা-হা ইলাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"**।

অর্থ ঃ "মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় 'ইবাদত একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত 'ইবাদতের যোগ্য কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাগু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ছালি-আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছালাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।" হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গেস্বরবান্বিত।"

উচ্চারণ ঃ "আঊযু বিল্লাহি মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযাবিল কাবরি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজাল"।

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহুদদাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

অতঃপর আল্লাহর নিকট দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণের জন্য পছন্দনীয় দু'আ করবে।

২২- "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে প্রথমে ডান ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

২৩- ছালাত যদি তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট হয় তবে প্রথম তাশাহ্হুদ "আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এ পর্যন্ত পাঠ করে থেমে যাবে।

২৪- "আল্লাহু আকবার" বলে দাঁড়ায়ে যাবে এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

২৫- ছালাতের বাকী রাকাআতগুলো আদায় করবে দ্বিতীয় রাকাআতের মতই, তবে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করবে।

২৬- অতঃপর তাওয়ার্ক করে বসবে, অর্থাৎ ডান পাকে খাড়াকরবে এবং বাম পা ডান পায়ের উরুর নীচে দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসবে। উভয় হাততে উভয় রানের উপর প্রথম তাশাহ্হুদ বৈঠকের ন্যায় রাখবে।

২৭- এই বৈঠকে সম্পূর্ণ তাশহ্হুদ পাঠ করবে, অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু, দরূদও অন্যান্য দু'আ।

২৮- সালাম ফিরাবে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে, প্রথমে ডান দিকে, পরে বাম দিকে।

ছালাতে মাখরুহ বিষয় সমুহ

১- ছালাতে মাথা ঘুরানো অথবা চক্ষু দ্বারা এদিক সেদিক তাকানো মাকরূহ। আর আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা বা তাকানেরা হারাম।

২- ছালাতে বিনা প্রয়োজনে নড়াচড়া করা বা বাজে কাজ করা মাকরূহ।

৩- ছালাতে কোন ভারী জিনিস সাথে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা ও এমন ধরনের রঙ্গীন পোশাক পরা যাতে সকলের দৃষ্টি পড়ে, এগুলো মাকরূহ।

৪- ছালাতে তাখছির অর্থাৎ কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

ছালাত ভঙ্গকারী বিষয়

১- ছালাতে ইচ্ছাকৃত কথা বললে ছালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদিও তা অল্প হয়।

২- সম্পূর্ণ শরীরসহ কিবলার দিক হতে মুখ ঘুরিয়ে নিলে ছালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩- পিছন দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়া এবং যে সমস্ত কারণে ওযু বা গোসল ওয়াজিব হয়, তার কোন একটি সংঘটিত হলে ছালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪- বিনা প্রয়োজনে ধারাবাহিক ভাবে নড়াচড় করলে ছালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৫- ছালাতে হাসলে ছালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে যদিও তা কম হয় ।

৬- ইচ্ছাকৃত রুকু 'সিজদা দাঁড়ানো অথবা বৈঠক অতিরিক্ত করলে ছালাত ভঙ্গ হযে যাবে ।

৭- ইচ্ছাকৃত ইমামের আগে কোন কাজ করলে ছালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে ।

ছালাতে সাহু (ভুলে জন্য)সিজদার বিধান সমূহ ঃ

১- যদি ছালাতে ভুল করে রুকু 'সিজদা কিয়াম (দাঁড়ানো) অথবা বৈঠক অতিরিক্ত করে ফেলে, তবে সে (সম্পূর্ণ তাশাহ্হুদ পড়ে) সালাম ফিরায়ে নিবে । অতঃপর ভুলের জন্য দু'টি সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে ।

উদাহরণ ঃ কেহ যদি যোহরের ছালাত আদায় করতে গিয়ে পঞ্চম রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল । অতঃপর তার স্মরণ হল বা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তখন সে তাকবীর ব্যতীত পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে এবং শেষ তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিবে । অতঃপর দু'টি সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরাবে ।

২- কেহ যদি ছালাত সম্পূর্ণ করার পূর্বে ভুল করে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যে তা স্মরণ হয়েছে বা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তখন সে ছালাতের সূচনার উপর ভিত্তি করে তার বাকী ছালাত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে, অতঃপর দু'টি সিজদায়ে সাহু দিয়ে পুনরায় সালাম ফিরাবে ।

উদাহরণ ঃ যদি কেহ যোহরের ছালাত আদায় করতে গিয়ে ভূলবশতঃ তৃতীয় রাকাআতে সালাম ফিরিয়ে ফেলল, অতঃপর তার স্মরণ হল বা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, তখন সে চতুর্থ রাকাআত আদায় করবে এবং সালাম ফিরাবে । এরপর দু'টি সিজদায়ে সাহু দিয়ে আবার সালাম ফিরাবে । আর যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্মরণ হয় তাহলে সে প্রথম থেকে পুনরায় ছালাত আদায় করবে ।

৩- যদি কেহ ভুল করে প্রথম তাশাহ্হুদ অথবা ছালাতের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তাহলে সালাম ফিরানোর পূর্বে শুধু দু'টি সিজদায়ে সাহু করবে এর জন্য আর কিছুই করতে হবে না । আর যদি (উক্ত ওয়াজিবের) স্থান ত্যাগের পূর্বে তার স্মরণ হয় তাহলে তখনই তা আদায় করে নিবে এর জন্য অন্য কিছু করতে হবে না । তবে যদি (উক্ত ওয়াজিবের) স্থান অতিক্রম করার পর পরবর্তী কাজে পৌঁছার পূর্বে তার স্মরণ হয় তাহলে সে উক্ত (ওয়াজিব) স্থানে ফিরে এসে তা আদায় করে নিবে ।

উদাহরণ ঃ যদি কেহ ভুলে প্রথম তাশাহ্হুদ না পড়ে তৃতীয় রাকাআতের জন্য সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে সে আর বসবে না, (শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ করে) সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সাহু সিজদা করে নিবে । আর যদি সে তাশাহ্হুদের জন্য বসেছে অথচ তাশাহ্হু পাঠ করতে ভুলে গেছে, কিন্তু দাঁড়ানের পূর্ব মুহূর্তে তার স্মরণ হয়েছে, তখনই সে তাশাহ্হুদ পড়বে এবং ছালাত পূর্ণ করে নিবে । এর জন্য আর কিছু করতে হবে না । অনুরূপভাবে যদি সে বসা ব্যতীত দাঁড়িয়ে যায় এবং সম্পূর্ণভাবে দাঁড়ানোর পূর্ব মুহূর্তে তা স্মরণ হয় এমতাবস্থায় সে ফিরে যাবে এবং তাশাহ্হুদ পাঠ করে ছালাত পূর্ণ করে নিবে । কিন্তু বিদ্বাণগণ উল্লেখ করেছেন যে, সে তাশাহ্হুদ না পড়ে সরাসরি উঠতে গিয়ে ছালাতে অতিরিক্ত করেছে এজন্য দু'টি সিজদা সাহু দিবে ।

৪- যদি কেহ ছালাতে সন্দেহ করে যে, সে দুই রাকাআত পড়েছে নাকি তিন রাকাআত পড়েছে এবং কোনটিকে সে অগ্রাধিকার দিতে পারছে না, এমতাবস্থায় সে কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করবে, অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরাবে ।

উদাহরণ ঃ যদি কারো যোহরের ছালাত পড়তে গিয়ে দ্বিতীয় রাকাআতে সন্দেহ হয় যে, এটাকি দ্বিতীয় রাকআত না তৃতীয় রাকাআত এবং কোনটিকে সে অগ্রাধিকার দিতে পারছেনা, তাহলে সে দুই রাকাআতের উপর ভিত্তি করে ছালাত সম্পূর্ণ করবে, অতপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদায়ে সাহু দিয়ে সালাম ফিরাবে ।

৫- যদি কেহ ছালাতে সন্দেহ করে যে, সে দুই রাকাআত পড়েছে নাকি তিন রাকাআত পড়েছে এবং যে কোন একটির উপর সে নিশ্চিত হয তাহলে সে যে সংখ্যার উপর নিশ্চিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করবে, তা কম হোক বা বেশী হোক, সে ছালাত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদায়ে সাহু দিবে এবং পুনরায় সালাম ফিরাবে ।

উদাহরণ ঃ যদি কারো যোহরের ছালাত আদায় করতে গিয়ে দ্বিতীয় রাকাআতে সন্দেহ হয় যে, এটাকি দ্বিতীয় রাকাআত নাকি তৃতীয় রাকাআত । এমতাস্থায় সে একে তৃতীয় রাকাআত হিসাবে অগ্রাধিকার দিয়ে দিল । অতঃপর সেটাকে তৃতীয় রাকাআত ধরে বাকী ছালাত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে, তারপর দু'টি সিজদায়ে সাহু করবে এবং পুনরায় সালাম ফিরাবে ।

আর যদি ছালাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর সন্দেহ হয় তাহলে সেদিকে কোন মনোযোগ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত না হবে । (যদি নিশ্চিত হয তাহলে উপরোল্লিখিত বিধানোযায়ী আমল করবে) ।

আর যদি কেহ বেশী সন্দিহান হয় তাহলে সে তার সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না এজন্য যে, তা শয়তানের কুমন্ত্রণা।

আল্লাহ্ তাআলাই অধিক ভাল জানেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবায়ে কেরামের উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

কিভাবে রোগী পবিত্রতা হাছিল করবে ঃ

১। রোগীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সে পবিত্রতা অর্জন করবে পানি দ্বারা। ছোট নাপাকি হতে ওযু করবে এবং বড় নাপাকী হতে গোসল করবে।

২। যদি পানি দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করতে সে অসমর্থ হয়, তার অপারগতা, রোগবৃদ্ধির ভয়ে অথবা রোগ নিরাময়ে দেরী হতে পারে এই আশঙ্কায়, তাহলে সে তায়াম্মুম করবে।

৩। তায়াম্মুমের পদ্ধতি ঃ- সে তার উভয় হাত পবিত্র মাটিতে একবার মেরে উভয় হাতের তালু দিয়ে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল একবার মাসাহ্ করবে। এরপর এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করবে, (প্রথমে বাম হাত দ্বারা ডান হাত, পরে ডান হাত দ্বারা বাম হাত)।

৪। যদি সে নিজে নিজে পবিত্রতা অর্জন করতে অসমর্থ হয়, তবে অন্য কেউ তাকে ওযু বা তায়াম্মুম করিয়ে দিবে।

৫। যদি তার ওযুর কোন অঙ্গ কাটা বা জখম থাকে তবুও সে উহা পানি দ্বারা ধৌত করবে। যদি পানি দ্বারা ধৌত করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ভালভাবে তা মাসাহ্ করে নিবে, অর্থাৎ পানি দ্বারা হাত ভিজায়ে ঐ স্থানের উপর ভিজা হাত বুলিয়ে নিবে। আর মাসাহ্ করতেও যদি ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে তবে সে তায়াম্মুম করবে।

৬। যদি পবিত্রতা অর্জনের কোন ভঙ্গ ভাঙ্গা থাকে এবং উহার উপর বস্ত্রখন্ড বা জিব্স জাতীয় কিছুর দ্বারা ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকে, তবে সে ধৌত করার পরিবর্তে উক্ত ব্যান্ডেজের উপর পানি দিয়ে মাসাহ্ করবে। এমতাবস্থায় আর তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই। কারণ দৌত করার পরিবর্তে মাসাহ্ করা হয়েছে।

৭। দেয়াল অথবা অন্য কোন পবিত্র বস্তুর উপর ধুলা হয়েছে তাতে হাত মেরে তায়াম্মুম করা জায়েয। দেয়াল যদি মাটি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা প্রলেপ দেয়া থাকে, যেমন রং করা তাহলে উহার দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে না। কিন্তু যদি উহার উপর ধুলা থাকে তাহলে উহা দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে।

৮। যদি মাটি, দেয়াল অথবা অন্য কোন ধুলাযুক্ত বস্তুর দ্বারা তায়াম্মুম করা সম্ভব না হয় তাহলে কোন একটি পাত্রে বা রুমালে মাটি রেখে তা দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

৯। যদি কোন এক ওয়াক্ত ছালাতের জন্যে তায়াম্মুম করেছে এবং অন্য ওয়াক্ত পর্যন্ত পবিত্র অবস্থায় আছে তবে সে প্রথম বারের তায়াম্মুম দ্বারাই ছালাত আদায় করে নিবে। দ্বিতীয় ছালাতের জন্য তাকে পুনরায় তায়াম্মুম করতে হবে না। কেননা সে পবিত্র অবস্থায় বহাল ছিল এবং এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি যার দ্বারা তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়।

১০। রোগীর উপর ওয়াজিব নাপাকী হতে তার শরীরকে পবিত্র করা। যদি উহা করতে অসমর্থ হয় তবে ঐ অবস্থাতেই ছালাত আদায় করবে। উক্ত ছালাত তার জন্য ছহীহ হবে, পুনরায় আদায় করতে হবে না।

১১। রোগীর উপর পবিত্র কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। যদি তার কাপড় অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে উহা ধৌত করা অথবা পরিবর্তন করা ওয়াজিব। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ঐ অবস্থাতেই ছালাত আদায় করবে এবং তার ছালাত ছহীহ হবে, পুনরায় আদায় করতে হবে না।

১২। রোগীর জন্য পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব। যদি তার জায়গা নাপাক হয়ে যায় তবে তা ধৌত করে বা পাক কোন জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করে অথবা উহার উপর পবিত্র কোন বিছানা বিছায়ে তার উপর ছালাত আদায় করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ঐ অবস্থাতেই ছালাত আদায় করবে এবং তার ছালাত বিশুদ্ধ হবে, উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

১৩। রোগী পবিত্রতা হাছিলে অপারগ হওয়ার কারণে নির্দিষ্ট ওয়াক্ত হতে দেরী করে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। বরং তার সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর নির্দিষ্ট ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে নিবে, যদিও তার শরীর কাপড় অথবা স্থান অপবিত্র থাকে যা দূর করতে সে অপারগ।

রোগী কিভাবে ছালাত আদায় করবে ঃ

১। ফরজ ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করা রোগীর উপর ওয়াজিব। যদিও তা ঝুঁকে বা কোন দেয়াল বা লাঠিতে ভর করে আদায় করতে হয়।

২। যদি সে কোন মতেই দাঁড়াতে সক্ষম না হয় তাহলে বসে ছালাত আদায় করবে। এমতাবস্থায় উত্তম হল দাঁড়ানো ও রুকুর অবস্থায় আসন করে (আরামে) বসা।

৩। যদি তার পক্ষে বসে ছালাত আদায় করা সম্ভব না হয় তবে যেন শয্যায় (শুয়ে) কাত অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করে এবং এক্ষেত্রে ডান কাতে শয়ন করা উত্তম। যদি সে কোন ক্রমেই কেবলামুখী হতে না পারে তবে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই ছালাত আদায় করবে। এতেই তার ছালাত ছহীহ হবে এবং পুনরায় সেই ছালাত আদায় করতে হবে না।

৪। রোগীর পক্ষে যদি কাত হয়েও ছালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে সে চিৎ হয়ে কেবলার দিকে পা রেখে ছালাত আদায় করবে। এতেই তার ছালাত ছহীহ হবে এবং পুনরায় সেই ছালাত আদায় করতে হবে না।

৫। রোগীর উপর ছালাতে রুকু 'সিজদা করা ওয়াজিব। যদি তা করতে না পারে, তাহলে মাথা দ্বারা ইশারা করে উহা আদায় করবে। সিজদার সময় মাথাকে রুকু'র চেয়ে একটু বেশী নীচু করবে। যদি রুকু' করতে সক্ষম হয় তবে সঠিকভাবে রুকু' করবে এবং সিজদা করবে ইশারায়। আর যদি শুধু সিজদা করতে পারে তবে ঠিকভাবে সিজদা করবে এবং রুকু' করবে ইশারায়।

৬। রোগী যদি রুকু' ও সিজদা মাথা দিয়ে ইশারায় আদায় করতে সক্ষম না হয়ে তাহলে চোখের ইশারায় আদায় করবে। রুকু'র সময় অল্প করে চক্ষু বন্ধ করবে এবং সিজদার সময় রুকু'র চেয়ে একটু বেশী করে চোখ বন্ধ করবে। আর কোন কোন রোগী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে থাকে তা ছহীহ নয়। এর কোন বিশুদ্ধতা বা আসল কুরআন ও হাদীছে এমনকি কোন বিশ্বস্ত আলেমের বক্তব্যেও নেই।

৭। যদি কোন রোগীর পক্ষে মাথা বা চোখ দিয়ে ইশারা করাও সম্ভব না হয়, তবে সে অন্তরে ছালাত আদায় করবে। তাকবীর বলবে এবং সূরা পড়বে এবং রুকু' সিজদা, দাঁড়ান ও বসার ক্ষেত্রে অন্তরে নিয়ত করবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে।

৮। রোগীর উপর প্রতিটি ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। সে ছালাতে প্রত্যেক ওয়াজিব সমূহ সাধ্যমত আদায় করবে। যদি তার জন্য প্রতিটি ছালাত ওয়াক্ত মত আদায় করা কঠিন হয়, তখন সে যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও 'ইশা একত্র করে পড়বে। হয় আছরকে যোহরের সাথে এবং 'ইশাকে মাগরিবের সাথে মিলিয়ে "জমা তাকদীম" পড়বে অথবা যোহরকে আছরের সাথে এবং মাগরিবকে 'ইশার সাথে মিলিয়ে "জমা তা'খীর" পড়বে। যা তার জন্য সহজ হয় তাই করবে। কিন্তু ফজরের ছালাতের কোন জমা' নেই আগে বা পরের ছালাতের সাথে।

৯। যদি কোন রোগী চিকিৎসার জন্য তার এলাকার বাইবে সফরে থাকে তখন সে চার রাকাআত বিশিষ্ট ছালাত যোহর, আছর ও 'ইশা দুই রাকাআত করে কছর পড়বে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ দেশে ফিরে না আসবে। সেই সফর দীর্ঘ মেয়াদী হোক বা অল্প মেয়াদী হোক।

আলাহই তাওফীক দানকারী।

লেখক ঃ

আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী

মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল উছাইমীন।